৭৪- সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির(১)
৫৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!(২)

২. উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন(৩),

৩. আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

৪. আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ①

قُمْ فَاَنْذِرْ ②

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④

---

(১) সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। কিন্তু সহীহ্ বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আল-আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। [ইবন কাসীর]

(২) হাদীসে এসেছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার নিকট গমন করলেন এবং তার কাছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফাতরাতুল ওহী" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। [বুখারী:৪, মুসলিম: ১৬১]

(৩) এখানে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে, قُمْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দন্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। أنذر শব্দটি إنذار থেকে উদ্ভুত। অর্থ সতর্ক করা। এখানে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

করুন(১),

৫. আর শির্ক পরিহার করে চলুন(২),

৬. আর বেশী পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না(৩) ।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦

---

(১) এখানে বর্ণিত ثِيَاب শব্দটি ثَوب এর বহুবচন । এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড় । কখনও কখনও অন্তর, মন, চরিত্র ও কর্মকেও বলা হয় । এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা । এর একটি অর্থ হল, আপনি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখুন । কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । [সা'দী] একথাটির আরেকটি অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র রাখুন । নিজেকে পবিত্র রাখুন । অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ক্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া । অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখুন এবং সব রকমের দোষ-ক্রুটি থেকে দূরে থাকুন । [কুরতুবী] সুতরাং নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখুন । আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন । এক আয়াতে আছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২২২] তাছাড়া হাদীসে 'পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ' [মুসলিম: ২২৩] বলা হয়েছে । তাই মুসলিমকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি, যেমন লোক-দেখানো, অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে । [সা'দী]

(২) আয়াতে উল্লেখিত الرجز শব্দের এক অর্থ, শাস্তি । অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য কাজ । [ফাতহুল কাদীর] এখানে এর অর্থ হতে পারে, পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজা । তাছাড়া সাধারণভাবে সকল গোনাহ ও অপরাধ বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে । তাই আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা, শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ড অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন । সকল প্রকার ছোট ও বড় অন্যায় ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করুন । [সা'দী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে । একটি অর্থ হলো, আপনি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবেন, নিঃস্বার্থভাবে করবেন । আপনার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে । ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাঙ্খাও করবেন না; বেশি পাওয়ার আশায়ও ইহসান করবেন না । দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব আপনি পালন করছেন এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবেন না; যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছেন কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবেন না এবং কোন সময় এ চিন্তাও যেন

৭. আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্য ধারণ করুন।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ٧
৮. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে(১)	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ٨
৯. সেদিন হবে এক সংকটের দিন–	فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ٩
১০. যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়(২)।	عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ١٠
১১. ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী(৩)।	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١
১২. আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ(৪)	وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ١٢

আপনার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে আপনি আপনার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছেন। [দেখুনঃ কুরতুবী]

(১) ناقور শব্দের অর্থ শিংগা এবং نُقِرَ বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। এখানে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ তথা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জড়ো হওয়ার জন্য যে ফুঁক দেয়া হবে তা উদ্দেশ্য। [বাগভী, সা'দী]

(২) এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। [সা'দী]

(৩) একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না, সে একা ছিল। আমি তাকে সেসব দান করেছি। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য সে আপনার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না। [কুরতুবী]

(৪) কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে-একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। তার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা

১৩. এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ⁽১⁾,	وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿١٣﴾
১৪. আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ–	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿١٤﴾
১৫. এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই⁽২⁾!	ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿١٥﴾
১৬. কখনো নয়, সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী।	كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۭ﴿١٦﴾
১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়ার⁽৩⁾ শাস্তি	سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۭ﴿١٧﴾

মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ বিশেষ উপাধি ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়। [কুরতুবী, বাগভী]

(১) এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شهود শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে বরং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। [ইবন কাসীর] দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকে। [কুরতুবী]

(২) একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্ত্বেও তার লালসা ও আকাঙ্খার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলত, মুহাম্মাদের একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা সে পাপিষ্ঠকে কি শাস্তি দিবেন আয়াতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাকে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট করা হবে চড়ার শাস্তি দানের মাধ্যমে। কিন্তু কোথায় চড়ানো হবে? বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, তাকে আগুনের পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে, তারপর সেখান থেকে নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাকে পিচ্ছিল এক পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে। কোন

দিয়ে কষ্ট-ক্লান্ত করব ।	
১৮. সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ।	إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾
১৯. সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল!	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾
২০. তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল!	ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾
২১. তারপর সে তাকাল ।	ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾
২২. তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল ।	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
২৩. তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল ।	ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. অতঃপর সে বলল, ‘এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়(১),	فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾
২৫. ‘এ তো মানুষেরই কথা ।’	إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾
২৬. অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব ‘সাকার’ এ	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর আপনাকে কিসে জানাবে ‘সাকার’ কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সে পাহাড়টিতে হাত রাখা মাত্রই তা গলতে আরম্ভ করবে, এভাবে প্রতি পদে পদে পা ডুবে যাবে । মূলত শান্তিবিহীন অতি কষ্টের শাস্তি তাকে দেওয়া হবে । [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত অস্বীকার করার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাকে জাদুকর বলা হোক । এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে তার প্রতি বার বার অভিসম্পাত করেছেন । [ইবন কাসীর]

২৮. এটা অবশিষ্ট রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না⁽¹⁾ ।

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৯. এটা তো শরীরের চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে,

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

৩০. 'সাকার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী ।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩১. আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করেছি⁽²⁾; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যেন এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, আল্লাহ্

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ
وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ
اٰمَنُوٓا إِيمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ
وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَّالْكٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَن
يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ
وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

---

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। [ইবন কাসীর] আরেক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' [সূরা আল-আ'লা: ১৩]।

(২) এখান থেকে "আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "জাহান্নামের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল, তাই প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাঙ্ঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

এ (সংখ্যার) উপমা(১) (উল্লেখ করা) দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন?’ এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন। আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

দ্বিতীয় রুকূ’

৩২. কখনোই না(২), চাঁদের শপথ,

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ﴿٣٢﴾

৩৩. শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে,

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۙ﴿٣٣﴾

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়–

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۙ﴿٣٤﴾

৩৫. নিশ্চয় জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ۙ﴿٣٥﴾

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারীস্বরূপ–

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۙ﴿٣٦﴾

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য(৩)।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

---

(১) ‘উপমা’ বলে এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা যে উনিশ সংখ্যক প্রহরীর কথা বলেছেন সে কথাটিই উদ্দেশ্য। তারা বলছিল, এ সংখ্যা উল্লেখ করার কী হেকমত ছিল? [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে। [দেখুন, তাবারী]

(৩) এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া। আর পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়। [সা‘দী]

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ(১),	كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۙ (٣٨)
৩৯. তবে ডানপন্থীরা নয়,	إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ۛ (٣٩)
৪০. বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে–	فِى جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُونَ ۙ (٤٠)
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,	عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۙ (٤١)
৪২. 'তোমাদেরকে কিসে 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে?'	مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ (٤٢)
৪৩. তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না(২),	قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۙ (٤٣)
৪৪. আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না(৩),	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۙ (٤٤)
৪৫. এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম।	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ ۙ (٤٥)
৪৬. 'আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম,	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۙ (٤٦)
৪৭. 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু	حَتّٰىٓ أَتٰىنَا الْيَقِينُ ۗ (٤٧)

---

(১) رَهِينَةٌ এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে-মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সালাত ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। [কুরতুবী]

(৩) এ থেকে জানা যায় কোন অভাবী মানুষকে সামর্থ থাকা সত্বেও খাবার না দেয়া বা সাহায্য না করা মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটা কারণ। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আগমন করে(১) ।’

৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না(২) ।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা যেন ভীত-ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল গাধা–

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

৫১. যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে(৩) ।

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫২. বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا

---

(১) অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত বিষয় তথা মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে; তখন আমাদের সব আশা-কৌশলের সমাপ্তি হয়। [সা'দী]

(২) এখানে هُم সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে- (১) তারা সালাত আদায় করত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহনীয় হবে না। [দেখুন: ইবন কাসীর; বাগভী; বাদা'ই'উত তাফসীর] কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী-রাসূলগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ-এমন কি সাধারণ মুমিনগণও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্তির পর অন্যান্য মুমিনদের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুলও হবে। তবে কাফের মুশরিকদের কারও জন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

(৩) ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ অর্থ বন্য গাধা। আর قسورة এর অর্থ সিংহ বা তীরান্দাজ শিকারী। এ স্থলে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে। [ফাতহুল কাদীর]

গ্রন্থ দেয়া হোক(১)।	مُّنَشَّرَةً ۝٥٢
৫৩. কখনো নয়(২); বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না(৩)।	كَلَّا ۗ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝٥٣
৫৪. নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী(৪)।	كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ ۝٥٤
৫৫. অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝٥٥
৫৬. আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী (৫)।	وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

---

(১) অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রাসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" [সূরা আল-আন'আম: ২৪] অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৩]

(২) অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কক্ষনো পূরণ করা হবে না। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। [ফাতহুল কাদীর] এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। [কুরতুবী]

(৪) এখানে تذكرة তথা 'উপদেশ' বলে কুরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। [ইবন কাসীর]

(৫) আল্লাহ্ তা'আলা ﴿اَهْلُ التَّقْوٰى﴾ এই অর্থে যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তিনি ব্যতীত আর কারও তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা যায় না।

একমাত্র তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকেই বেঁচে থাকা জরুরী । আর ﴿وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই অপরাধী গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন । অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না । [দেখুন, ইবন কাসীর]